কীভাবে রক্ষা পাবে?

আদিপুস্তক ৬.১৩-২২পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, কে রক্ষা পাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আদি ৬.৯-১২ পদ থেকে আমরা নোহের কাছ থেকে শিখেছি। আজ যখন বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তিতে তাদের জীবন যাপন করে চলেছে, এর দ্বারা তারা বাস্তবে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দৌরাত্য ও ভ্রষ্টতাকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এর দ্বারা আমরা শেষ বিচারের দিকে এগিয়ে চলেছি? এখন, সেই শেষ বিচার থেকে যদি আমরা রক্ষা পেতে চাই, নোহের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। নোহ যদিও অন্যান্যদের মত সাংসারিক জীবন যাপন করেছিল, কিন্তু সে প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়েছিল, মানুষের সামনে সিদ্ধ আচরণ করেছিল ও ঈশ্বরের হাত ধরে পথ চলেছিল।

আজ আমরা শিখব, আমরা কীভাবে রক্ষা পাব? জগতের মানুষ যখন নিজেদের শক্তি, বুদ্ধি, শিক্ষা, পাণ্ডিত্য, ধ্যান, দর্শন, ধর্মপালন, তীর্থভ্রমণ, সৎকার্য বা নৈতিক জীবনের দ্বারা উদ্ধার বা পরিত্রাণের আশা করে, তখন আমাদের পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন মত বাইবেলে প্রকাশ করেছেন। বইবেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় যে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষ পাপী (রোমীয় ৩.২৩), এবং পাপে ও অপরাধে মৃত মানুষ (ইফিষীয় ২.১)। অন্ধ যেমন নিজে পথ চলতে এবং অপরকে পথ দেখাতে অক্ষম (লূক ৬.৩৯), পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ কখনও নিজে উদ্ধার পেতে পারে না। তাই, মানুষের পাপ থেকে পরিত্রাণ কেবল সদাপ্রভুরই কাছে (যোনা ২.৯)। ঈশ্বর যদি না আমাদের রক্ষা করেন, আমরা সকলেই বিনষ্ট হতে বাধ্য। ঈশ্বরের গৌরব হোক, তিনি আমাদের পাপ থেকে উদ্ধারের পরিকল্পনা বা প্রতিজ্ঞা নিজে গ্রহণ করেছেন ও পরিত্রাতার আগমনের কথা আমাদের প্রথম পিতা-মাতার কাছে প্রকাশ করেছেন (আদি ৩.১৫)। সেই পরিকল্পনা তথা প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসের দ্বারা, তথা পরিত্রাতায় বিশ্বাসের দ্বারাই যুগে যুগে মানুষ রক্ষা পেয়ে চলেছে। কারণ, সেই পরিত্রাতায় বিশ্বাসই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক গণিত হবার একমাত্র উপায়।

নোহ এবং তাঁর পরিবারও একই পদ্ধতিতে রক্ষা পেয়েছিল। নোহ যে সৎ বা পবিত্র জীবন যাপনের দ্বারা রক্ষা পেয়েছিল, এমন নয়। কিন্তু অন্যান্য সকলের ন্যায় (অব্রাহাম, ইয়োব, দানিয়েল বা দায়ুদ) নোহও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে, সেই বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করে (আদি ৬.২২) রক্ষা পেয়েছিল। ঈশ্বরের প্রতি নোহের এই বিশ্বাস ছিল বলেই, ঈশ্বরের নির্দেশিত রক্ষা পাবার উপায়কে নোহ গ্রহণ করেছিল এবং সেই অনুসারে কাজ করেছিল। নিজের চিন্তা বা যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে নোহ ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস প্রদর্শন করেননি। কিন্তু ঈশ্বরের কথানুসারে কাজ করেছিল। ঠিক একইভাবে, আমরাও যখন ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলি, তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আমাদের কী জানা বা করা প্রয়োজন, তা আমাদের বলেন। এখন, ঈশ্বরের সেই কথা পালনের দ্বারা যে আমরা ধার্মিক গণিত হই, এমন নয়; কিন্তু যে ঈশ্বরে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ইতোমধ্যে ধার্মিক গণিত হয়েছি, তাঁর কথা পালনের দ্বারা আমরা তাঁর প্রতি আমাদের সেই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করি বা তাঁর পরিকল্পিত পরিত্রাণকে বেশি মাত্রায় উপভোগ করি। তাই, সৎকার্যের দ্বারা রক্ষা পাওয়া নয়, বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা রক্ষা পাই (ইফিষীয় ২.৮-৯); কিন্তু উদ্ধারপ্রাপ্ত আমাদের জন্য ঈশ্বর যে সমস্ত সৎকার্য পূর্বেই স্থির করে রেখেছিলেন, তা আমরা তাঁর আজ্ঞা পালনের দ্বারা উপভোগ করি (ইফিষীয় ২.১০)। একইভাবে, আগামী বিচারের (জলপ্লাবন) হাত থেকে রক্ষা পেতে নোহও ঈশ্বরের প্রতিটি আদেশ পালন করেছিল।

১। জাহাজ নির্মাণের আদেশ (১৪-১৭) – দীর্ঘ সময়ব্যপী বৃষ্টি ও তার ফলে সৃষ্ট বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে ঈশ্বর নোহকে একটি জাহাজ তৈরী করতে বললেন,

যে জাহাজ কেবল জলের উপর ভেসে থাকবে, এগিয়ে যাবে না। জাহাজ নির্মাণের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় স্বয়ং ঈশ্বর নোহকে জানালেন। ঈশ্বরের সঙ্গে নোহের ঘনিষ্ঠ জীবনের ন্যায় জাহাজ নির্মাণে নোহের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশ ছিল যথাযথ ও স্পষ্ট। জাহাজ নির্মাণে এমন খুঁটিনাটি বিবরণ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, এই ঘটনা কোন পৌরাণিক কাহিনী নয়। আবার, এই জলপ্লাবনের কথা বাইবেলে কেবল আদিপুস্তক ৬-৯ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু ইয়োব ১২.১৫; ২২.১৬ পদে; গীতসংহিতা ২৯.১০ পদে; যিশাইয় ৫৪.৯ পদে; মথি ২৪.৩৭ পদে; লূক ১৭.২৬, ২৭ পদে; ইব্রীয় ১১.৭ পদে; ১ পিতর ৩.২০ পদে ও ২ পিতর ২.৫; ৩.৫, ৬ পদে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সমগ্র বাইবেল (স্বয়ং যীশুখ্রীস্ট) এই জলপ্লাবনের সত্যতা স্বীকার করে। জাহাজ নির্মাণের খুঁটিনাটি বিষয় ঈশ্বর এমনভাবে নোহকে জানিয়েছেন যে, তা দেখে আমরা অবাক হতে বাধ্য) কী কাঠ ব্যবহার করতে হবে, জাহাজের আকার কী হবে, নক্সা কেমন হবে? গোফর কাঠ সম্বন্ধে যদিও আমরা বেশি কিছু জানি না; তবে একে চিরহরিৎ বৃহৎ দারুবৃক্ষ *(Cedar wood)* হিসাবে অনেকে চিন্তা করেন। এক হাতকে দেড় ফুট হিসাবে চিন্তা করলে, জাহাজের সাইজ ছিল ৪৫০ফুট প্র৭৫ফুট প্র৪৫ ফুট। ঐ জাহাজে ১৫ফুট উচ্চতার ৩টি তলা ছিল; কেবল ১টি দরজা ও ছাদের দেড় ফুট নিচে কয়েকটি জানালা ছিল। আবার প্রতিটি তলায় অনেক কুঠরী ছিল যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের রাখা হয়েছিল, নোহ ও তাঁর পরিবার ছিল, এবং খাবার সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল।

জাহাজের যে আকার উল্লেখ করা হয়েছে, তার থেকে ধরা যায় যে, ১,২৫,০০০ মেষকে সেখানে রাখতে অর্ধেক জাহাজই যথেষ্ট ছিল। ধরা হয়ে থাকে, বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ১৮,০০০ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বাস করে। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াকে চিন্তা করলে, নোহের সময় এই সংখ্যা ছিল প্রায় দ্বিগুণ। আবার জোড়া জোড়া প্রাণী সংগ্রহ করায়, ধরা যেতে পারে যে, জাহাজে কমপক্ষে ৭২,০০০ প্রাণী স্থান পেয়েছিল। তাই, এদের স্থানের ব্যবস্থা করার পরও জাহাজে নোহ ও তাঁর পরিবার এবং খ্যাদ্য সংরক্ষণের যথেষ্ট স্থান ছিল।

এখানে যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল ঈশ্বর নির্দেশিত এই পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নোহ সেই জাহাজ তৈরী করেছিল। নোহও আমাদের মত বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গতপ্রশ্ন করে ঈশ্বরের আদেশ পালনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারত। কিন্তু নোহ তা করেনি। অনুমান করা যেতে পারে, কোনরকম যন্ত্রপাতি ছাড়া ১২০ বৎসর ধরে নোহ যখন এই জাহাজ তৈরী করেছিল, তখন সে কীভাবে তাঁর প্রতিবেশীদের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছিল। কি জানি হয়ত, তাঁর নিজের পরিবারের লোকেরাও তাঁর এই কাজকে (শুকনো মাটিতে জাহাজ নির্মাণকে) পাগলামি আখ্যাও দিয়েছিল। কিন্তু নোহ ঈশ্বরের কথায় শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিল।

নোহের জাহাজের মাধ্যমে জলপ্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়াকে নতুন নিয়মে সৎসংবেদে যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা বাপ্তিষ্ম গ্রহণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (১ পিতর ৩.২০-২১)। নোহের জাহাজের ন্যায় কেবল যীশুই পারেন আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে; তাতেই আমরা পাই শান্তি ও আরাম; তিনিই আমাদের উদ্ধারের একমাত্র দ্বার (যোহন ১০.৯)। আমরা কি আমাদের আত্মার পরিত্রাণের জন্য (১ পিতর ১.৯) কেবল যীশুতেই আমাদের আস্থা স্থাপন করেছি?

২। ঈশ্বরের চুক্তিতে আস্থা-স্থাপনের আদেশ (১৮) – বাইবেলে এই প্রথম "চুক্তি" বা "নিয়ম-স্থাপনের" কথা বলা হয়েছে। বাইবেলে আমরা বিভিন্ন চুক্তির কথা পাই। কারণ, আমাদের পরিত্রাণ-- পরিকল্পনায় আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলে ঈশ্বর কর্তৃক সম্পাদিত ৫টি অনন্ত চুক্তির কথা বলা হয়েছে -- (ক) নোহের সঙ্গে চুক্তি, যার বিস্তৃত বিবরণ আদি ৯.৯-১৭ পদে পাওয়া যায়; (খ) অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি (আদি ১৭.৭) ; (গ) যাজকীয় চুক্তি (গণনা ২৫.১০-১৩); (ঘ) দায়ূদের সঙ্গে চুক্তি (২ শমূয়েল ২৩.৫; এবং (ঙ) নতুন চুক্তি (যিরমিয় ৩২.৪০)। নোহ ও তাঁর পরিবার কেবল জাহাজ নির্মাণের দ্বারা রক্ষা পায়নি; কিন্তু তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির ফলস্বরূপ তারা রক্ষা পেয়েছিল। জাহাজ হল এই উদ্ধারের উপায়; কিন্তু তাঁর প্রতি ঈশ্বরের চুক্তি বা প্রতিজ্ঞা

বা কথার দ্বারাই নোহ উদ্ধার পেয়েছিল। ঈশ্বর নোহ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, জাহাজ নির্মাণের ১২০ বৎসর এবং জাহাজের মধ্যে বসবাসের প্রায় ১ বৎসরের বেশি সময়, তা তাদের শান্তি ও আস্থা দিয়েছিল। তারা জানত যে, ঈশ্বর বিশ্বস্তভাবে তাঁর সমস্ত প্রতিজ্ঞা পালন করেন, তাই তাদের ভয়ের কোন কারণ ছিল না।

বাইবেলে ঈশ্বর যখন মানুষের সঙ্গে চুক্তি করেন, তখন তারা জীবনের এক নতুন ধারাকে অনুসরণ করে। যে নতুন জীবনে ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে বাধ্যতা আশা করেন। এই কারণে, যীশুকে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা যখন আমাদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের নতুন চুক্তিতে অংশগ্রহণ করি, তখন ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ অবশ্য প্রয়োজন। আমরা মৃত্যুর পর নরক নয় কিন্তু স্বর্গে যাবার জন্য যীশুকে কেবল পরিত্রাতা হিসাবে বিশ্বাস করি, এমন নয়। যীশুকে বিশ্বাস কথার অর্থ তাঁকে একাধারে পরিত্রাতা ও প্রভু হিসাবে বিশ্বাস, গ্রহণ, স্বীকার ও সেই স্বীকারোক্তি অনুসারে এই পৃথিবীর মাটিতে জীবন যাপন। আমাদের পরিত্রাণে খ্রীস্টের এই প্রভুত্ব-স্বীকার একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি-- "আমাদের পরিত্রাণের ভিত্তি কী?" বাইবেলের বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত ঈশ্বর ছাড়া যদি অন্য কোন বিষয় আমাদের পরিত্রাণের ভিত্তি হয়, তাহলে আমাদের চূড়ান্ত উদ্ধার কখনও সম্ভব নয়। ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া আর কোন বিষয়ের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না। এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা এসেছে (যোহন ১.৩); এবং আকাশ ও পৃথিবীর লোপ হলেও, ঈশ্বরের বাক্য তথা প্রতিজ্ঞা তথা চুক্তির কখনও লোপ হবে না (মথি ২৪.৩৫)।

৩। পশুপ্রাণী সংগ্রহের আদেশ (১৯-২২)– কেবল মানবজাতি নয়, জলপ্লাবন থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঈশ্বর সমস্ত প্রজাতির পশু প্রাণীদের কথাও চিন্তা করেছিলেন। তাই, ঈশ্বর নোহকে ঐ সমস্ত পশুপ্রাণীদের সংগ্রহ করতে আদেশ করেন (১৯ পদ)। এখন যে প্রশ্নটি সহজেই নোহকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারত, তা হল, এই বিপুল সংক্ষক পশু, পাখী, সরীসৃপকে সে কীভাবে সংগ্রহ করবে? কারণ, তাঁর নিজের ক্ষমতায় সেই কাজ ছিল অসম্ভব। ১২০ বৎসর যাবৎ নিজের চেষ্টায় জাহাজ নির্মাণ সম্ভব হলেও, এই সমস্ত প্রাণীদের সংগ্রহ করা নোহের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু নোহ ঈশ্বরের কথার প্রতিবাদ করেনি বা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে উপেক্ষা করেনি। পরিবর্তে, ২২ পদানুসারে, ঈশ্বর তাঁকে যেমন বলেছিলেন, নোহ ঠিক তেমনই করেছিলেন।

এই অসম্ভব কার্য কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? নোহ নিজের ক্ষমতায় এদের জাহাজে প্রবেশ করাননি। স্বয়ং ঈশ্বর এই সমস্ত প্রাণীদের নোহের জাহাজে এনেছিলেন (৬.২০ পদ; ৭. ৮, ১৫ পদ)। বন্যার পর বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে, এমন অশুচি প্রাণীরাই কেবল জোড়ায় জোড়ায় আশ্রয় নেয়নি, সাত জোড়া করে শুচি প্রাণীও জাহাজে প্রবেশ করেছিল (৭.২-৩)। হিংস্র প্রাণীদের আহারের কথা চিন্তা করে ও বন্যার পর বলিদানের কাজে ব্যবহারের (৮.২০; ৯.৩) জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, ঈশ্বরের আদেশ পালনের দ্বারা নোহ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা কেবল ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকেও উপলব্ধি করেছিল।

নোহের জাহাজে ঈশ্বর প্রাণীদের এনেছিলেন। ঈশ্বরের আদেশ পালন করে পশুরাও জাহাজে এসেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের এই বিস্ময়কর পরাক্রম দেখেও নোহের প্রতিবেশিরা ফেরেনি। পশুরা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনলেও, তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষ ঈশ্বরকে চেনে না (যিশাইয় ১.৩)। আপনি আমি কি আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনি? তাঁর পরিত্রাণের চুক্তিতে প্রবেশ করেছি?